মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের

আর্থিক প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম

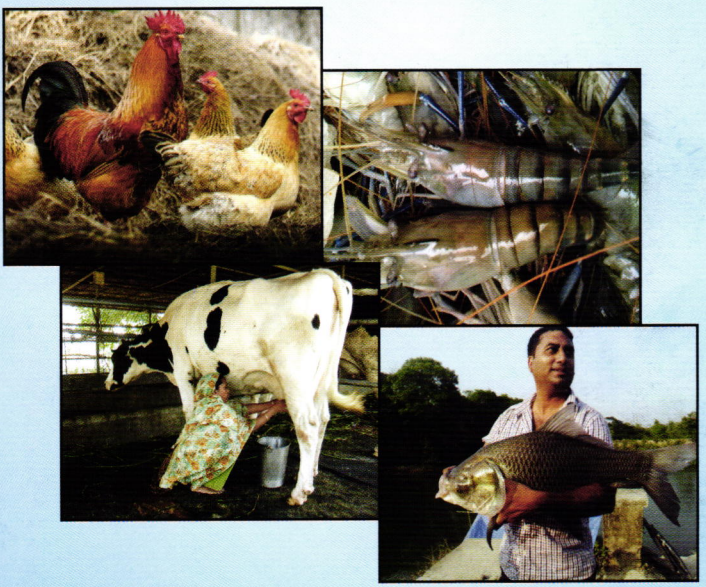

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। অপার সম্ভাবনাময় এ সেক্টর দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক জাতি গঠনে সহায়তা করছে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এ সেক্টরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫০ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি মৎস্যখাতের অবদান। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক মানুষ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ খাত হতে দেশের মোট জিডিপিতে অবদান ১.৪৩% এবং কৃষিজ জিডিপিতে অবদান ১৩.৪৪%। প্রত্যক্ষভাবে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৫০% জনগোষ্ঠী প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান সর্বমহলে সমাদৃত। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ভিশন-২০২১, রূপকল্প ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম অংশীদার। সরকারের উন্নয়ন দর্শন আমার গ্রাম আমার শহর-এর সার্থক রূপায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)ঃ সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন; এবং
- পুষ্টির মান উন্নয়ন।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলীঃ

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস- মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন, আহরণ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলির আধুনিকায়ন;

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ ও চিড়িয়াখানা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- মূল্য সংযোজিত মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি;
- অপ্রচলিত মৎস্য (শামুক, ঝিনুক) ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন; এবং
- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাবঃ

কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে ২৬ মার্চ ২০২০খ্রি. হতে সরকার সারাদেশে সাধারণ ছুটির ঘোষণা দেয়। এ সময়ে বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত থাকায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদন এবং বিপণনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। মৎস্য ও পশুখাদ্যেও মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং যোগান অপ্রতুল হয়ে পড়ে। উৎপাদক এবং ক্রেতার সংযোগের অভাবে গরুর দুধ এবং হাস-মুরগীর বাচ্চা ফেলে দেয়ার মত অনাকাংখিত খবর প্রচার মাধ্যমে প্রচার হয়। তাছাড়া, মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ চেইন ব্যাহত, পোনার অপ্রাপ্যতা, বাজারে খামারীদের মাছ/চিংড়ি/কাঁকড়ার ক্রেতা অপ্রতুল থাকায় মৎস্য সেক্টরে কোভিড-১৯ এর বড় ধরণের প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত হয়।

মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কার্যক্রমঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে এ দুটি খাতে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর খোলা রাখা হয়। খামারি, ভলান্টিয়ার এবং সরকারি কর্মকর্তা সহযোগে ভ্রাম্যমান বিক্রি টিম গঠন করে খামারিদের উৎপাদিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয় করে মৎস্য, মৎস্যজাত পণ্য, পোল্ট্রি, পোল্ট্রিজাত পণ্য, গবাদিপশুজাত পণ্য এবং এগুলোর উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত মালামাল পরিবহন সরবরাহ এবং বিক্রি ব্যবস্থা সচল রাখা হয়। অনলাইনে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং কোরবানির পশু বিক্রির মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় ৫০০০ কোটি টাকার পূন:অর্থায়ন স্কীমের অধীনে স্বল্প সুদে ব্যাংক হতে প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য এ সেক্টরের সকলকে অবহিত ও উৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের বিভিন্ন ধরণের উপকরণ সহায়তা দেয়া হয়। একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়। উক্ত পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প ('প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প' ও 'সাসটেইনেব্যল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট') এর আওতায় ১৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে আলোচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের নগদ প্রণোদনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

কোভিড-১৯ চলাকালিন সরকারি সাধারণ ছুটির মধ্যেও সকল কর্মকর্তা কর্মচারি কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে দপ্তর/সংস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উক্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ঃ

- কন্ট্রোল রুম চালু করে বিভিন্ন বয়সী হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাছের পোনা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, প্রাণিজাতপণ্য, পোল্ট্রি/পশু/মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণি চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ, টিকা, সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং বিপণন চালু রাখা;
- স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রান্তিক পর্যায়ের চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত মাছ, দুধ, ডিম এবং পোল্ট্রি বাজারজাতকরণের জন্য সারাদেশে ভ্রাম্যমান এবং অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র চালু করে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭২৮৬.০৯ কোটি টাকার মাছ, দুধ, ডিম, মাংস এবং পোল্ট্রি ভ্রাম্যমান ও অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয়;

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য মিডিয়াতে প্রাণিজ বিভিন্ন উপজাত গ্রহণের উপকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারসহ বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতায় সকল গ্রাহকের নিকট ***"নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই"*** শীর্ষক SMS প্রেরণ;
- ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত দেশে ১৫ জেলার ২২ টি উপজেলার ৪৩৭২ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ হিসেবে ৫৬৩৬ কেজি ইলিশ, পাঙ্গাস ও কার্প জাতীয় মাছ প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ২৭,৩১,২৮১ জন সুফলভোগীকে ৫১,৬৪১.৯০ লক্ষ টাকার উপকরণ (দানাদার খাদ্য, টিকা, ঔষধ, কৃমিনাশক, সার, উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং, গরু/মুরগীর বাচ্চা, শেড নির্মান, মাছের পোনা, মাছের রেনু, গলদা পিএল, মাছের পিলেট খাদ্য, খল, চুন, সার, ভিজিএফ, নগদ সহায়তা)সহায়তা প্রদান;
- এলডিডিপি প্রকল্প হতে সারাদেশে ৩৩৩০৬৪ জন ডেইরী খামারি ১২৪৩৯৬ জন পোল্ট্রি খামারিকে উপকরণ এবং নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ ১৫০০টি মিল্ক ক্রীম সেপারেটর এবং ৫৩০ টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে টিকা সংরক্ষণের জন্য ফ্রীজ সরবরাহে ৬৭৫.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, সাসটেইনেব্যল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় মৎস্য খামারীর মৎস্য চাষ খাতে ক্ষতি নিরসন এবং উত্তরণে ১১৪.৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় মোট ৫,৭৪৩ জন সুফলভোগী ৪% সুদে ব্যাংক হতে ১৩৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন; এবং
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গবেষণাগারে ০১মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২৮,০৯২ টি কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা করা।

প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের নগদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

প্রাণিসম্পদ খাতে ৬ লক্ষ ২০ হাজার জন খামারি (ডেইরী খামারি, লেয়ার মুরগী খামারি, পোল্ট্রি মুরগী খামারি, সোনালী মুরগী খামারি, ব্রয়লার মুরগী খামারি, হাঁস খামারি) সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প এলাকার ৬১ জেলার ৪৬৬টি উপজেলা থেকে যাচাই-বাছাই শেষে প্রাথমিক পর্যায়ে কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৪০২ জন খামারির নাম সুপারিশ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট খামারিদের পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ধাপে বিবেচনা করা হবে।

ক্যাটাগরী ও সাব-ক্যাটাগরী অনুযায়ী সুফলভোগীর সংখ্যা ও মোট অনুদানের পরিমান নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি

ক্যাটাগরী/ সাব-ক্যাটাগরী	জন প্রতি টাকা	সুফলভোগী সংখ্যা (জন)	মোট টাকা (কোটি টাকায়)
ডেইরী (২-৫ গাভী)	১০০০০/-	২৪৪৪৬২	২৪৪.৪৬
ডেইরী (৬-৯ গাভী)	১৫০০০/-	৪৫১০৮	৬৭.৬৬
ডেইরী (১০-২০ গাভী)	২০০০০/-	১১৭৮৩	২৩.৫৭
সোনালী মুরগী (১০০-৫০০ মুরগী)	৪৫০০/-	৯৪৩১	৪.২৪
সোনালী মুরগী (৫০১-১০০০ মুরগী)	৬৭৫০/-	৮০৫৩	৫.৪৪
সোনালী মুরগী (১০০০+ মুরগী)	৯০০০/-	৬৫০৩	৫.৮৫
ব্রয়লার (৫০০-১০০০ ব্রয়লার)	১১২৫০/-	৩০১৪৭	৩৩.৯২
ব্রয়লার (১০০১-২০০০ ব্রয়লার)	১৬৮৭৫/-	১৫৭৫৫	২৬.৫৯
ব্রয়লার (২০০০+ ব্রয়লার)	২২৫০০/-	৫৬৪৭	১২.৭১
লেয়ার (২০০-৫০০ মুরগী)	১১২৫০/-	৫১৭৯	৫.৮৩
লেয়ার (৫০১-১০০০ মুরগী)	১৬৮৭৫/-	৮৫৯৮	১৪.৫১
লেয়ার (১০০০+ মুরগী)	২২৫০০/-	৮৫১০	১৯.১৫
হাঁস (১০০-৩০০ হাঁস)	৩৩৭৫/-	৪১৪৯	০.১৪
হাঁস (৩০১-৫০০ হাঁস)	৬৭৫০/-	২৩০২	১.৫৫
হাঁস (৫০০+ হাঁস)	১১২৫০/-	১৭৭৫	২.০০
		৪,০৭,৪০২ জন	৪৬৮.৮৬ কোটি টাকা

মৎস্য খাতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের নগদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

মৎস্য খাতে 'সাসটেইনেব্যল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ৭৫টি উপজেলা হতে ৭৮ হাজার ৭৪ জন খামারিকে ৭টি ক্যাটাগরীতে ভাগ করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মৎস্য খাতের সুফলভোগীর সংখ্যা, নগদ সহায়তার পরিমান ও মোট অনুদানের পরিমান নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী

ক্রঃ নং	চাষির ধরণ	জলাশয়ের আকার	সহায়তার ক্ষেত্র ও ধরণ	চাষি সংখ্যা (জন)	জনপ্রতি সহায়তার পরিমান
১	মাছ চাষি	<২ একর	মাছের খাদ্যক্রয়ে নগদ সহায়তা	৩০,৪৪৬	১০,০০০/-
২	মাছ চাষি	২-৩ একর	মাছের খাদ্যক্রয়ে নগদ সহায়তা	৭,৬২৮	১২,০০০/-
৩	চিংড়ি চাষি	<২ একর	চিংড়ি খাদ্যক্রয়ে নগদ সহায়তা	১০০০০	১৩,০০০/-
৪	চিংড়ি চাষি	২-৩ একর	চিংড়ি খাদ্যক্রয়ে নগদ সহায়তা	৯০০০	১৮,০০০/-
৫	চিংড়ি চাষি	<২ একর	এসপিএফ পিএলক্রয়ে নগদ	১০০০০	১৩,০০০/-
৬	চিংড়ি চাষি	২-৩ একর	এসপিএফ পিএলক্রয়ে নগদ সহায়তা	৯০০০	১৮,০০০/-
৭	কাঁকড়া/কুঁচিয়া সংগ্রাহক		জীবন্ত খাবার/নৌকা মেরামত বাবদ সহায়তা		১০,০০০/-
			মোটঃ	৭৮,০৭৪ জন	১০০.০০ কোটি টাকা

সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

মৎস্য খাতে সুফলভোগী নির্বাচনঃ

মৎস্য খাতের ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে উপজেলাভিত্তিক সহায়তা প্রাপ্য চাষির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। তবে, কোন ক্যাটাগরিতে চাষী পাওয়া না গেলে অন্য ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরপূর্বক ক্যাটাগরিভিত্তিক চাষী সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নগদ সহায়তার জন্য নির্ধারিত নিম্নলিখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করে এবং উপজেলা গ্রান্ট কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী নির্বাচন মানদন্ডঃ

- সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের খামারসমূহ অগ্রাধিকার পাবে;
- নারী/প্রতিবন্ধি/ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিভুক্ত/প্রতিবন্ধী দরিদ্র চাষিগণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
- মাছ/চিংড়ি চাষে অভিজ্ঞতা: নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিভুক্ত চাষ পদ্ধতিতে ৩ (তিন) বছর বা তদুর্ধ্ব সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
- চাষি হতে হবে; খামারের অবস্থান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় হতে হবে;
- সমআয়তনবিশিষ্ট চাষিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত চাষপদ্ধতি গ্রহণকারী চাষিদের অগ্রধিকার প্রদান করা হবে;
- পানি ব্যবস্থাপনার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধাদিসমৃদ্ধ খামারসমূহ অগ্রাধিকার পাবে;
- আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে একজন চাষিকে শুধুমাত্র একটি ক্যাটাগরিতে সহায়তার জন্য বিবেচনা করা হবে;
- খামারের অবস্থান: চিহ্নিত চরাঞ্চল, প্রাকৃতিক/বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ এলাকা,
- আইনগতভাবে বিবাদমান জমিতে স্থাপিত খামার নগদ সহায়তার জন্য আওতাভুক্ত হবে না; এবং
- কুঁচিয়া সংগ্রহকারীগণ সমাজের দরিদ্রতম অংশ বিধায় প্রকল্প এলাকার আবেদনকারী সকল কুঁচিয়া সংগ্রহকারীগণ এ সহায়তা প্রাপ্য হবেন।

প্রাণিসম্পদ খাতে সুফলভোগী নির্বাচনঃ

ডেইরী খামারি নির্বাচনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ডেইরী খামারিদের নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজার সুফলভোগী নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে ৩টি ক্যাটাগরী রয়েছে। ২-৫টি গাভী রয়েছে এমন খামারি ৩ লক্ষ, ৬-৯টি গাভী রয়েছে এমন খামারি ১ লক্ষ এবং ১০-২০টি গাভী রয়েছে এমন খামারি ২০ হাজার। ***নির্বাচন ক্রাইটেরিয়াঃ*** খামারের বয়স ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে, খামারের আয় থেকে ঐ পরিবারের ৩০% আয় হয়ে থাকে, খামারে ন্যূনতম ২টি গাভী থেকে সবোচ্চ ২০টি গাভী থাকতে হবে, খামারের দৈনিক গাভী প্রতি গড় দুধ উৎপাদন ৫ লিটার হতে হবে, সংকর গাভী খামারি ও নারী খামারি অগ্রাধিকার পাবেন। ১টি ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হলে অন্য ক্যাটাগরীর জন্য বিবেচিত হবেন না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

সোনালী মুরগি খামারি নির্বাচনঃ ক্ষতিগ্রস্ত সোনালী মুরগি খামারিদের নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ৪০ হাজার সুফলভোগী নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে ৩টি ক্যাটাগরী রয়েছে। ১০০-৫০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ২০ হাজার, ৫০১-১০০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ১২ হাজার এবং ১০০০+সংখ্যক মুরগি রয়েছে এমন খামারি ৮ হাজার। নির্বাচন ক্রাইটেরিয়াঃ খামারের বয়স ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে, খামারের আয় থেকে ঐ পরিবারের ৩০% আয় হয়ে থাকে, মোট সুফলভোগী ২৫% হবে নারী, খামারে ন্যূনতম ১০০ সোনালী মুরগি পালনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১টি ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হলে অন্য ক্যাটাগরীর জন্য বিবেচিত হবেন না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

ব্রয়লার খামারি নির্বাচনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্রয়লার খামারীদের নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ৮০ হাজার সুফলভোগী নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে ৩টি ক্যাটাগরী রয়েছে। ৫০০-১০০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ৪০ হাজার, ১০০১-২০০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ২৬ হাজার এবং ২০০০+ সংখ্যক মুরগি রয়েছে এমন খামারি ১৪ হাজার। নির্বাচন ক্রাইটেরিয়াঃ খামারের বয়স ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে, খামারের আয় থেকে ঐ পরিবারের ৩০% আয় হয়ে থাকে, মোট সুফলভোগী ২৫% হবে নারী, খামারে ন্যূনতম ৫০০ ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১টি ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হলে অন্য ক্যাটাগরীর জন্য বিবেচিত হবেন না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

লেয়ার খামারি নির্বাচনঃ ক্ষতিগ্রস্ত লেয়ার খামারিদের নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ৭০ হাজার সুফলভোগী নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে ৩টি ক্যাটাগরী রয়েছে। ২০০-৫০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ৩৬ হাজার, ৫০১-১০০০ মুরগি রয়েছে এমন খামারি ২৪ হাজার এবং ১০০০+ সংখ্যক মুরগি রয়েছে এমন খামারি ১০ হাজার।
নির্বাচন ক্রাইটেরিয়াঃ খামারের বয়স ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে, খামারের আয় থেকে ঐ পরিবারের ৩০% আয় হয়ে থাকে, মোট সুফলভোগী ২৫% হবে নারী, খামারে ন্যূনতম ২০০ বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি পালনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১টি ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হলে অন্য ক্যাটাগরীর জন্য বিবেচিত হবেন না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

হাঁস খামারি নির্বাচনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হাঁস খামারিদের নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ১০ হাজার সুফলভোগী নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে ৩টি ক্যাটাগরী রয়েছে। ১০০-৩০০ হাঁস রয়েছে এমন খামারি ৫ হাজার, ৩০১-৫০০ হাঁস রয়েছে এমন খামারি ৩ হাজার এবং ৫০০+সংখ্যক হাঁস রয়েছে এমন খামারি ২ হাজার। নির্বাচন ক্রাইটেরিয়াঃ খামারের বয়স ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে, খামারের আয় থেকে ঐ পরিবারের ৩০% আয় হয়ে থাকে, মোট সুফলভোগী ২৫% হবে নারী, খামারে ন্যূনতম ১০০ হাঁস পালনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১টি ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হলে অন্য ক্যাটাগরীর জন্য বিবেচিত হবেন না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

নগদ অর্থ বিতরণ পদ্ধতিঃ

সুফলভোগীদের অনুকূলে নগদ অর্থ বিতরণের জন্য সুফলভোগীর বিকাশ/নগদ/ব্যাংক হিসাব নম্বর সংগ্রহ করা হয় এবং তা জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ক্রস চেক করে প্রকৃত সুফলভোগীর অনুকূলে প্রদত্ত বিকাশ/নগদ নম্বরের সঠিকতা যাচাই ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি পরিহার করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে প্রথম পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মোট ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪৭৬ জন খামারীকে ৫৬৮.৮৬ কোটি টাকা নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। প্রদেয় অর্থ খামারীদের প্রদত্ত বিকাশ, নগদ (Mobile Financial Service) এবং ব্যাংক হিসাব-এর মাধ্যমে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী ও খামারিদের নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী ও দুরদর্শী সিদ্ধান্ত। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষতি বহুলাংশে পুষিয়ে নেয়া যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত আবার আগের মতো ঘুরে দাঁড়াবে এবং দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে অবদান রেখে চলবে।